



খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়ক অবরোধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা



ছবি: সংগৃহীত

সাজেকে অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে আধাবেলা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ চলছে।

ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদের ডাকে শনিবার (২৪ অক্টোবর) সকাল থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

ভোর থেকে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কসহ বিভিন্ন স্থানে টায়ার জালিয়ে ও গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন অবরোধকারীরা। খাগড়াছড়ি পৌর শহরের চেন্দী ব্রিজ এলাকায় দুই দফায় সড়কে টায়ার জালানোর চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সরিয়ে দেন।

অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ি থেকে দূরপাল্লার কোনো পরিবহন ছেড়ে যায়নি। তবে জেলা শহরের ভেতরে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নৈশ কোচসহ যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন পথে বাধার মুখে পড়ে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাহারায় সকাল ৯টার দিকে সেগুলো জেলা সদরে পৌঁছায়। দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ সড়কে পরিবহন চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কায় কিসলু জানান, জেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে টহলও দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত অপ্রীতিকর কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

সাজেক থেকে অস্ত্রধারী জেএসএস সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে গত ১১ অক্টোবর থেকে সড়ক অবরোধ করে আসছিল সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি ও কার্বারী অ্যাসোসিয়েশন। গত ২২ অক্টোবর তৃতীয় দফায় সাজেকের উজোবাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে পর্যটকবাহী গাড়ি আটকে দেওয়া হয়।

আটকে পড়া প্রায় তিন হাজার পর্যটককে উদ্ধারে গেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অবরোধকারীদের সংঘর্ষ হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, এ সময় পাহাড়ের একটি আঞ্চলিক সংগঠনের সশস্ত্র সদস্যরা বাহিনীর সদস্য ও পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। আত্মরক্ষায় যৌথবাহিনীর সদস্যরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এ ঘটনায় পাহাড়ের আরেক আঞ্চলিক সংগঠন ইউপিডিএফ জড়িত বলে দাবি করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।